দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 JAN 2003
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সার্ক সম্মেলন হওয়া খুবই জরুরী

'সেন্টার ফর ডিফেন্স ইনফরমেশন' নামের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রণীত ও প্রচারিত একটি রিপোর্টের তীব্র প্রতিক্রিয়া হইয়াছে সম্প্রতি ভারতে। রিপোর্টটিতে বলা হইয়াছে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধ শুরু হইলে এই যুদ্ধে ভারতের ছয় লক্ষ এবং পাকিস্তানের সাড়ে চার লক্ষ লোক নিহত হইবে। রিপোর্টটিতে আরও বলা হইয়াছে, যুদ্ধে প্রথম পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করিবে পাকিস্তান। তাহারা সীমান্তে অগ্রসরমান ভারতীয় সৈন্যদের উপর বোমা নিক্ষেপ করিবে। পরে বিভিন্ন শহরে। অন্যদিকে ভারত প্রতিশোধ হিসাবে পাকিস্তানী সৈন্য ও শহরের উপর পাল্টা বোমা নিক্ষেপ করিবে। কিন্তু ততক্ষণে দুইটি দেশের দশ লক্ষাধিক মানুষ নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। ভারত হইতে প্রেরিত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে, এই রিপোর্ট নিয়া ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরে এখন আলোচনা চলিতেছে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা দুই দেশের মধ্যে আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং আসন্ন সার্ক সম্মেলন ইসলামাবাদের পরিবর্তে নেপালের রাজধানী কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছেন।

যদি যুক্তরাষ্ট্রের কোন গবেষণা সংস্থা যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং তাহা যদি হয় ভারত ও পাকিস্তানের মত চিরবৈরী আণবিক অস্ত্রসজ্জিত দুইটি প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে তাহা হইলে যাহা হওয়ার তাহাই হইয়াছে। দিল্লীর পররাষ্ট্র দফতরেই নয়, ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র দফতরেও বিষয়টি নিয়া আলোচনা চলিতেছে। কেননা এই সময় দেশ দুইটির কাহারও ও পক্ষে যুদ্ধের ঝুঁকি বহন করা সম্ভব নয় বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, এগারই সেপ্টেম্বরের প্রতিক্রিয়া সারাবিশ্বে এখনও চলিতেছে এবং ইহার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ক্ষতি ধনী দেশগুলি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেও বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলি তাহা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

সার্ক সম্মেলন সমাগত প্রায়। ভারত ও পাকিস্তান এ সংস্থার দুই শীষ সদস্য। পারস্পরিক বৈরিতার কারণে ভারত ইসলামাবাদে সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে। তাহারা কাঠমুন্ডুতে অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়াছে। ইহা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, যতদূর জানা গিয়াছে, ভারত সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পক্ষে নয় বরং তাহারা চায় যথাসময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হউক। অঞ্চলের শান্তি-স্থিতিতে যাহারা বিশ্বাসী আমাদের বিশ্বাস তাহারা সার্ক সংস্থা সচল ও কার্যকর দেখিতে আগ্রহী। কেননা এই সংস্থা আর কিছু না হউক উপমহাদেশের শীর্ষ নেতাদেরকে অন্তত এক জায়গায় এক করিতে তো পারিয়াছে। অঞ্চলের শান্তি-স্থিতির জন্য ইহা খুবই প্রয়োজনীয়। তাহা ছাড়া অঞ্চলের সবকয়টি দেশই দরিদ্র। প্রতিটি দেশের অর্ধেকেরও বেশী লোক দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। যুদ্ধ করিতে হইলে যুদ্ধ করিতে হইবে দারিদ্র্য জয়ের জন্য, অন্যের দেশ দখলের জন্য নয়। আর ইহা হওয়া উচিত অঞ্চলের সকল দেশের এক হইয়া সম্মিলিতভাবে। আমরা মনে করি, "সেন্টার ফর ডিফেন্স ইনফরমেশন' এর রিপোর্ট ভারত ও পাকিস্তানের জন্য একটি সতর্কবাণী যাহাতে তাহারা কখনও কোনভাবেই পারস্পরিক যুদ্ধে জড়াইয়া না পড়ে। কারণ যুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইহাদের কাহারো নাই। তদুপরি, যুদ্ধ শুরু হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া কী হইবে ইহা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই জানে। আর জানে বলিয়াই ভারত সার্ক সম্মেলনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। ■